দৈনিক জনকণ্ঠ

২৬/৭/২০০৭
তারিখ
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ও রেজিস্ট্রারসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের

চীফ রিপোর্টার ॥ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দুর্গাদাস ভট্টাচার্য এবং রেজিস্ট্রারসহ মোট ৭ ব্যক্তির বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করেছেন সাভার বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান মনজুর আলম খান। হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ বুধবার মামলাটি গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জবাব দানের এবং কেন তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে না, চার সপ্তাহের মধ্যে তার কারণ দর্শানোর জন্য বিবাদীদের প্রতি রুলনিশি জারি করেছে। অন্য বিবাদীরা হলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ পরিদর্শক প্রফেসর ইউনুস মিয়া, কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ দীপক কুমার রায়, উপাধ্যক্ষ ইলিয়াস খান, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং কলেজ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান শামসুদ্দোহা খান মজলিশ।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, বাদী মনজুর আলম খান তাঁর আর্জিতে বলেছেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নির্দেশে ১৯৯৯ সালের ২ নবেম্বর হঠাৎ বেশ কিছু অভিযোগ এনে সাভার বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের কর্তৃপক্ষ ওই প্রতিষ্ঠানের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান মনজুর আলম খানকে সাময়িক বরখাস্ত করে। এই বরখাস্ত আদেশের বিরুদ্ধে তিনি ঢাকার দ্বিতীয় সাবজজ আদালতে ১৯৯৯ সালের ১৭ নবেম্বর শিক্ষা সচিব, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার, সাভার কলেজের গবর্নিং বডির সভাপতি ও ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি শামসুদ্দোহা খান মজলিশ, কলেজের অধ্যক্ষ ও আওয়ামী লীগ নেতা সাদ জগলুল ফারুকসহ মোট ১৮ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। বিবাদীরা এই মামলার বিরুদ্ধে গত বছরের ২৯ মার্চ একটি ওকালতনামা জমা দিলে মনজুর আলম খান সেটিকে 'ভুয়া' অভিহিত করে এর বিরুদ্ধে হাইকোর্টে একটি সিভিল রিভিশন মামলা দায়ের করেন এবং এর প্রেক্ষিতে হাইকোর্ট পূর্ববর্তী মামলাটির সকল কার্যক্রমের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এই নিষেধাজ্ঞার পরও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, কলেজ পরিদর্শক এবং সাভার কলেজ কর্তৃপক্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শামসুল হুদা হারুন এবং সুপ্রীমকোর্টের আইনজীব এমকে রহমানকে দিয়ে উল্লিখিত বিচারাধীন বিষয়ে দু'বার তদন্ত কার্যক্রম চালানোর উদ্যোগ নেয়। কিন্তু পরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ রহস্যজনক কারণে তদন্ত কমিটি থেকে তাদের দুই প্রতিনিধিকে প্রত্যাহার করে নেয়। এরপর গত ১৪ মে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দুর্গাদাস ভট্টাচার্য বিচারাধীন এই বিষয়টির ওপর পুনরায় তদন্ত কাজ চালানোর জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন অধ্যাপক কাজী মোস্তাইন বিল্লাহকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসাবে মনোনয়ন দেন। তাঁর এই প্রতিনিধি মনোনয়নকে আদালত কার্যক্রমের অবমাননা এবং হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গের কারণ উল্লেখ করে বুধবারের মামলাটি দায়ের করেন মনজুর আলম খান। আগামী রবিবার এ বিষয়ের ওপর শুনানি হবে বলে জানা গেছে।